দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

27

দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অভাব ঃ লেখাপড়া ব্যাহত

দেশের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় ছাত্রদের পড়াশোনার বিঘ্ন হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা পটুয়াখালী থেকে জানান, শিক্ষকবিহীন অবস্থায় পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। এখানে ২৫ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও একমাত্র উপাধ্যক্ষ যোগদান করেন এবং তিনিই অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষক বিহীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের লেখাপড়া ভেঙ্গে যাচ্ছে।

গত জুলাই মাসে পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চালু করা হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে ৮৩ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়।

ইনস্টিটিউটে ২৫ জন শিক্ষকের পদসহ ৯০টি কর্মকর্তার কর্মচারী পদ রয়েছে। এখানে একজন উপাধ্যক্ষ ছাড়া কোন শিক্ষক যোগদান করেননি। অন্য স্থান থেকে কয়েকজন শিক্ষক এনে গত কয়েক মাস ক্লাস চালানো হয়। কিন্তু তারাও এখান থেকে চলে গেছেন। ইনস্টিটিউটে একমাত্র উপাধ্যক্ষ ছাড়া আর কোন শিক্ষক নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স সমাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কুষ্টিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা কুষ্টিয়া থেকে জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ কুষ্টিয়া সরকারী মহিলা কলেজে ৩০ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ শূন্য থাকায় ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

এছাড়া কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিএসসি কোর্স এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কমার্স ও ডিগ্রী পর্যায়ে বিকম কোর্স চালু করা হয়নি। কলেজ হোস্টেলে। সিট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় ছাত্রীরা অতি কষ্টে হোস্টেলের মেঝেতে থেকে লেখাপড়া করছে। কলেজে কোন কমনরুম, অডিটোরিয়াম লাইব্রেরী ও খেলাধুলার জন্য মাঠের ব্যবস্থা নেই।